রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৪ সনের ৩৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১১, ২০১৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫১৫—৫২২
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৭৫—১২১১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৫—১৫৪
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	৪৯—৭৫
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭০৩—১৭২৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৪৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারিকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-২(কর)

আদেশাবলী

তারিখ, ২১ এপ্রিল ২০১৪

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৭.২৭.০৬৭.১৩-২০৭—যেহেতু, জনাব শাহ আলম ভূইয়া, সহকারী কর কমিশনার (বর্তমানে-উপ কর কমিশনার, চঃদাঃ) কর অঞ্চল-সিলেটকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে এ বিভাগের ২৯-০৯-২০১৩ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৩৭.২৭.০৬৭.১৩-৭৩২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর ভিত্তিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ প্রার্থনা করেন এবং ১৯-১১-২০১৩ তারিখে উক্ত মামলায় তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর মূল কর্মস্থল মৌলভীবাজার সার্কেল ছাড়াও ৬৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত হবিগঞ্জ জেলার আরো ৩টি সার্কেলের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় নিজে উপস্থিত না পারলেও সার্কেলের সুপারভাইজারকে প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকার মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে সভায় উপস্থিত না থাকতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন;

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

সেহেতু, জনাব শাহ আলম ভূইয়া, সহকারী কর কমিশনার (বর্তমানে-উপ কর কমিশনার, চঃদাঃ) কর অঞ্চল-সিলেটকে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সভার গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতার জন্য সতর্ক করা হলো এবং ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আরো সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রদানপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৭.২৭.৮১.১৩-২০৮—যেহেতু, জনাব মোঃ আইয়ুব আলী, সহকারী কর কমিশনার, সার্কেল-১৮ (সুনামগঞ্জ), কর অঞ্চল-সিলেটকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি), অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে এ বিভাগের ২৮-১১-২০১৩ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৩৭.২৭.০৮১.১৩-৮৪৯ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর ভিত্তিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ প্রার্থনা করেন এবং ২৩-০৩-২০১৪ তারিখে উক্ত মামলায় তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা সিলেট ও সুনামগঞ্জ দুই জেলার রাজস্ব আদায়ের কাজে ব্যস্ত থাকায় অনিচ্ছাকৃতভাবে সুনামগঞ্জ জেলার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনশীল রাখার জন্য জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে সভায় উপস্থিত না থাকতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না বলে অঙ্গীকার করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ আইয়ুব আলী, সহকারী কর কমিশনার, সার্কেল-১৮ (সুনামগঞ্জ), কর অঞ্চল-সিলেটকে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সভার গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতার জন্য সতর্ক করা হলো এবং ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আরো সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রদানপূর্বক তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম হোসেন
সচিব।

শাখা-৩ (শুল্ক)

আদেশ

তারিখ, ৮ বৈশাখ ১৪২১/২১ এপ্রিল ২০১৪

নং ০৮-০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৬৯.১৩-২১১—যেহেতু, বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ লুৎফুল কবির, সহকারী কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপীল) কমিশনারেট, খুলনা-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, জামালপুর-এ কর্মরত থাকাকালীন সময়ে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কাজে চরম অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়া, বিভাগীয় দপ্তরে দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা প্রদর্শন করা, সহকর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার, সরকারি অর্থে ভাড়াকৃত মাইক্রোবাস অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকার বাইরে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার এবং আর্থিক অস্বচ্ছতার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা মোতাবেক এ বিভাগের ১০-১১-২০১৩ তারিখের স্মারক নং ০৮.০০.০০০০. ০৩৮.২৭.০৬৯.১৩-৬৩২-এর মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা চালু করে অভিযুক্তের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হয়। অতঃপর তিনি যথারীতি জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১৯-০৩-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ লুৎফুল কবির, সহকারী কমিশনার-এর নিকট হতে প্রাপ্ত কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে পেশকৃত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক ও বিভাগী মামলা প্রতিকূল বিবেচিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ লুৎফুল কবির, সহকারী কমিশনারকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। দাপ্তরিক নিয়ম-কানুন যথারীতি মেনে চলতে এবং নিজ দক্ষতার মানোন্নয়নে অব্যাহতভাবে কাজ করতে জনাব মোঃ লুৎফুল কবির-কে পরামর্শ দেয়া হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম হোসেন
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২৩ এপ্রিল ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৩০/২০১৩-২২৩—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব রুনু রানী পাল, পিতা স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র পাল, গ্রাম মালনীরোড, ডাকঘর নেত্রকোনা, উপজেলা নেত্রকোনা, জেলা নেত্রকোনা)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৫৯/২০১৩-২২৪—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব শ্রীমন্ত লাল আচার্য্য, পিতা মৃত নগেন্দ্র লাল আচার্য্য, মাতা মৃত পাখি বালা আচার্য্য, গ্রাম দিগল পালখালী, ডাকঘর ফাঁশিয়াখালী, থানা চকরিয়া, জেলা চট্টগ্রাম)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১২, ১৩ ১৪, ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডের জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ৩০ এপ্রিল ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৩১/২০১৩-২২৯—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মন্দিরা দেব, পিতা মন্মথ চন্দ্র দেব, মাতা রাধা রানী দেবনাথ, গ্রাম বৌলাশীর, ডাকঘর মির্জাপুর, উপজেলা শ্রীমঙ্গল, জেলা মৌলভীবাজার)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলা এলাকার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

নং বিচার-৭/২এন-৩৬/২০১৩-২৩০—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব অশিত কুমার তরফদার, পিতা মৃত সাধুচরণ তরফদার, মাতা সবিতা রাণী তরফদার, গ্রাম খাইলকুর, ডাকঘর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উপজেলা গাজীপুর সদর, জেলা গাজীপুর)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ৪ মে ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-৪৬/২০১৩-২৩৫—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মনোজ চক্রবর্তী, পিতা দেবপদ চক্রবর্তী, মাতা গৌরী রানী চক্রবর্তী, গ্রাম পূর্ব অষ্টগ্রাম, ডাকঘর অষ্টগ্রাম, উপজেলা অষ্টগ্রাম, জেলা কিশোরগঞ্জ)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কিশোরগঞ্জ জেলা অষ্টগ্রাম উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ বৈশাখ ১৪২১/২২ এপ্রিল ২০১৪

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০২২.১৩-২০৪—চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্বাচিত গল্প/কাহিনী/চিত্রনাট্য অবলম্বনে নিম্নের ছকে উল্লিখিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের নিমিত্ত প্রযোজককে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে নিম্নেবর্ণিত শর্তে অনুদান প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(১) সাধারণ শাখা ঃ

ক্রমিক নং	চলচ্চিত্রের নাম	গল্প লেখক/চিত্রনাট্যকার	পরিচালকের নাম	প্রযোজকের নাম
(১)	কালো মেঘের ভেলা	মিজ মৃত্তিকা গুণ জনাব নির্মলেন্দু গুণ	মিজ মৃত্তিকা গুণ	মিজ মৃত্তিকা গুণ
(২)	কমলাপুরাণ	জনাব আমিনুর রহমান মুকুল	জনাব আমিনুর রহমান মুকুল	জনাব আমিনুর রহমান মুকুল

ক্রমিক নং	চলচ্চিত্রের নাম	গল্প লেখক/চিত্রনাট্যকার	পরিচালকের নাম	প্রযোজকের নাম
(৩)	সন্তানেরা কাবাব খায়, পিতারা গন্ধ শুঁকে (পরিবর্তিত নাম 'পুনরাবর্তন)	জনাব মাসউদুল হক জনাব এহসানুল হাফিজ জয়	জনাব এস, এম, কামরুল আহসান	জনাব এস, এম, কামরুল আহসান
(৪)	বিবেক	জনাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জনাব হাসান শাহরিয়ার	জনাব এ, কে, এম, সাইফুল ইসলাম	বেগম ফারজানা ইয়াসমিন

(২) শিশুতোষ শাখা ঃ

ক্রমিক নং	চলচ্চিত্রের নাম	গল্প লেখক/চিত্রনাট্যকার	পরিচালকের নাম	প্রযোজকের নাম
(১)	সাদা গোলাপ	জনাব শাহরিয়ার কবির জনাব মোঃ নূরে-আলম	জনাব মোঃ নূরে-আলম	জনাব মোঃ নূরে-আলম

অনুদানের শর্তাবলি ঃ

(১) সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত গল্প/চিত্রনাট্যের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না;

(২) অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। তবে (প্রযোজকের আবেদনের প্রেক্ষিতে) স্ক্রীপ্টের প্রয়োজনে/অনিবার্য কারণে/বিশেষ বিবেচনায় এ সময় বৃদ্ধি করা যাবে;

(৩) অনুদানে নির্মিত প্রতিটি ছবির প্রক্ষেপণ সময় (স্থিতি) ৩৫ থেকে ৫৫ মিনিট হতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অনুদান কমিটির বিবেচনায় সঙ্গত মনে হলে এ স্থিতিকাল পুনঃনির্ধারণ করা যাবে;

(৪) অনুদান প্রাপ্তির জন্য মনোনীত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু করার নিমিত্ত অনুদানের ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে। অনধিক ২ মাসের মধ্যে চলচ্চিত্রের কমপক্ষে ৩০% চিত্রায়নের পর তা অনুদান উপ-কমিটি কর্তৃক (চিত্রায়িত অংশ) সন্তোষজনক বিবেচিত হলে অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তিতে অনূর্ধ্ব ৪০% অর্থ প্রদান করা হবে। তবে (প্রযোজকের আবেদনের প্রেক্ষিতে) বিশেষ বিবেচনায় স্ক্রীপ্টের প্রয়োজনে এ সময় ৩ মাস করা যেতে পারে;

(৫) সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষার পর কমিটির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অবশিষ্ট ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে;

(৬) চলচ্চিত্রের নির্মাণ, অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময় ইত্যাদিসহ বিশেষ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ ১ম ও ২য় কিস্তির টাকা একসঙ্গে ছাড় করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ৩য় কিস্তির (শেষ কিস্তি) টাকা ছাড়ের পূর্বে চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। অতপরঃ সম্পূর্ণ রাশ প্রিন্ট দেখে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে অর্থ ছাড় করা হবে;

(৭) অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন;

(৮) উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তবে এ চলচ্চিত্রের নির্মাণের সাথে জড়িত সকল মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি সরকার গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং প্রদত্ত অনুদানের অর্থ সম্পূর্ণভাবে ফেরত পাওয়ার জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(৯) নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই জেন্ডার সংবেদশীল হতে হবে;

(১০) অনুদান প্রদানের পরও সরকার যে কোনো যুক্তিসংগত শর্ত আরোপ করতে পারবে;

(১১) অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র সকল শিল্পী/কলাকুশলী বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোনো বিদেশী কলাকুশীলদের প্রয়োজন হয়, মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে উক্তরূপ কলাকুশলীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে;

(১২) উপরের ছকে বর্ণিত প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রত্যেক প্রযোজক ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অর্থ অনুদান পাবেন;

(১৩) উক্ত আর্থিক অনুদান ছাড়াও প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে সর্বোচ্চ ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা মূল্যমানের বিএফডিসি'র সার্ভিস/ সেবা সহায়তা প্রদান করা হবে। কোনো নির্মাতা এ সহায়তা না নিলে বিএফডিসি'র এই সার্ভিস/সেবা সহায়তা কোনক্রমেই নগদায়ন করা যাবে না;

(১৪) সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র উৎসবে প্রযোজককে অবহিত রেখে অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করবে;

(১৫) অনুদানের অর্থ গ্রহণের পর অনুমোদিত সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ না করা হলে প্রযোজককে সমুদয় অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে;

(১৬) কোনো প্রযোজক অনুদানের অর্থ গ্রহণের পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যা কিংবা অন্য কোনো অজুহাতে অনুদানের অর্থ বৃদ্ধি কিংবা অন্য কোনো ধরনের কোনো সুবিধা দাবী করতে পারবেন না;

(১৭) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেট (2K Resolution-এ) অথবা ৩৫ মি:মি: ফরমেটে নির্মাণ করা যাবে; তবে নির্মিত চলচ্চিত্রটি অবশ্যই বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রদর্শনের উপযোগী হতে হবে।

(১৮) নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে;

(১৯) সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্রের স্বত্ব কোনোভাবেই হস্তান্তর করা যাবে না;

(২০) প্রযোজককে চলচ্চিত্র অনুদান নিয়মাবলীর বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে; এবং

(২১) উপর্যুক্ত শর্তসমূহ পালনকল্পে নির্বাচিত চলচ্চিত্রের প্রযোজক অনতিবিলম্বে সরকারের সঙ্গে ৩০০/- (তিনশত) টাকার স্ট্যাম্পসহ চুক্তি স্বাক্ষর করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি. এন. নজমুল হোসেন খান
উপ-সচিব (চলচ্চিত্র)।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ মে ২০১৪

নং প্রশা-৬/চউক-১৪/৯৯/২০৫—চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ১৯৫৯ এর ৪(১)(আই) ধারাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত ৪ (চার) জনকে (১০ মে ২০১৪ তারিখ হতে ৯ মে ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত) আগামী ৩ (তিন) বৎসরের জন্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলেন ঃ

(ক) জনাব মোঃ ইউনুস গনি চৌধুরী, পিতা মরহুম তজু মিয়া চৌধুরী, মীম হিলভিউ এপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১০১, ১৪৭৮/১৬৬৩/৩, হিলভিউ রোড-১, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

(খ) জনাব মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী, পিতা মরহুম জহুর আহমেদ চৌধুরী, অথেনটিক জহুর আহমেদ চৌধুরী টাওয়ার, ২নং পল্টন রোড, দামপাড়া, চট্টগ্রাম।

(গ) জনাব এ. এম. এম টিপু সুলতান চৌধুরী, পিতা মরহুম মনির আহমেদ চৌধুরী, গ্রাম উত্তর গোবিন্দর কিল, ৯নং ওয়ার্ড, পটিয়া পৌরসভা, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

(ঘ) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, পিতা মজিবুল হক, গ্রাম রঘুনাথপুর, ইউনিয়ন দুর্গাপুর, উপজেলা মীরসরাই, জেলা চট্টগ্রাম।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১১ বৈশাখ ১৪২১/২৪ এপ্রিল ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৭০.১২-১৯২—জনাব মোঃ আবদুল কাদের, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ আদেশ দিয়েছেন ঃ

"অব্যাহতি প্রদান করা হলো।"

মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার
সহকারী সচিব।

জরিপ শাখা-২ (অপারেশন)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৭ ফাল্গুন ১৪২০/৩১ মার্চ ২০১৪

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০০০.০০৬.২০১১-৭৪—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভূক্ত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

তফসিল

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার নাম	জে.এল. নং
(১)	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	দুধলমৌ	৪৯
(২)	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	দক্ষিণ মুরাদিয়া	৩০
(৩)	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	ফুলতলা	৫৬

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুর্শিদা শারমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

অধিগ্রহণ শাখা-২
L.A. Case No. 62/64-65
FORM-D
Notice under Section 5(7) for Acquisition of a Property.

তারিখ, ২৩ মার্চ ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৩৪.১৩-৬৮—Whereas by order, dated the 5-7-65 of the property/properties described in the schedule below was/were requisitioned under section 3 of the East Bengal (Emergency) Requisition of Property Act, 1948 (E.B.Act XIII of 1948);

And whereas the said property/properties continues/continue to be subject to requisition;

And whereas after considering the report made under sub-section (5) of section 5 of the said Act, Government have decided to acquire the said property/properties;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (7) of section 5 of the said Act, *it is hereby notified* that said requisitioned property/properties as described in the schedule thereunder is/are acquired by Government.

SCHEDULE

C.S. plot in full No. 712 and C.S. plot in part No. Nill at mouza Barandi, J. L. No. 91, P.S. Kotwali, Jossore Area more or loss 0.25 acres only.

Copy of plan may be inspected in the office of the Land Acquisition officer, (Genl). Jossora.

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-সেল

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ এপ্রিল ২০১৪

নং মশিবিম/শা-সেল-৭/৯৯(অংশ-১)/৯৮—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	উপ-ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম ও ঠিকানা	প্রস্তাব
(১)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম নাসিমা আক্তার রুবেল, পাওয়ার হাউজ রোড, গোপালগঞ্জ	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	মাহমুদা বেগম, মডেল স্কুল রোড, গোপালগঞ্জ	সদস্য
(৩)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	পর্শিয়া সুলতানা, মিয়াপাড়া, গোপালগঞ্জ	সদস্য
(৪)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	নাহিদা খান মলি, মিয়াপাড়া, গোপালগঞ্জ	সদস্য
(৫)	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	দিলরুবা সারমিন, গোপালগঞ্জ	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম নাসিমা আক্তার রুবেল উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেখ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে, তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ লোকমান আহাম্মদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ এপ্রিল ২০১৪

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০১.০২২.১৩-১৯৬—যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান খোন্দকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্ত) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ২(এফ) ও ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ", ৩(এ) (iv) অনুযায়ী অদক্ষতা ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী "দুর্নীতির" অভিযোগের দায়ে এ মন্ত্রণালয়ের ৩০-০১-২০১২ তারিখের মপ্রাম/ম-১/ব্যক্তিগত-২২/২০০৮/৬৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা নং ০৫/২০১১ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান খোন্দকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্ত) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর বর্তমান কর্মস্থলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান খোন্দকার গত ১৩-২-২০১২ তারিখে তাঁর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন। গত ০৪-০৪-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য শ্রবণ ও উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান খোন্দকার এর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ আলতাফ হোসেনকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান খোন্দকার এর বিরুদ্ধে অদক্ষতা, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ; কর্তব্যে চরম অবহেলা প্রদর্শন; সরকারের কোন আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশাবলী আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে অবজ্ঞাকরণ সম্পর্কিত অসদাচরণ এবং দুর্নীতি বিষয়ক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) (iv) অনুযায়ী অদক্ষতা, ২(এফ) ও ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণ, এবং ৩(ডি) অনুযায়ী আনীত অভিযোগসমূহ সরকার পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়নি মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন;

সেহেতু, সার্বিক বিষয় বিবেচনায় জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান খোন্দকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) (সাময়িক বরখাস্ত) মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য ভবন, ঢাকা কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এতদসঙ্গে এ মন্ত্রণালয়ের ০৩-০৭-২০১১ তারিখের মপ্রম/ম-১/ব্যক্তিগত-২২/২০০৮/৩৯০ প্রজ্ঞাপনমূলে জারীকৃত কর্মকর্তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি প্রচলিত বিধিমতে বেতনভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মৎস্য-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ এপ্রিল ২০১৪/১৪ বৈশাখ ১৪২১

নং ৩৩.০২.০০০০.১২৯.৯১.০৬৭.১৪.১৪৭—বঙ্গোপসাগরে বাংলা-দেশের জলসীমায় বিদেশী ফিশিং ট্রলারের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ কল্পে নিম্নরূপভাবে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হলো ঃ

আহ্বায়ক

(১) যুগ্ম-সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

(৩) বাংলাদেশ নৌবাহিনী এর প্রতিনিধি

(৪) বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর প্রতিনিধি

(৫) প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম

(৬) কমিশনার অব কাস্টমস্, কাস্টমস্ হাউজ, চট্টগ্রাম এর প্রতিনিধি।

(৭) অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, চট্টগ্রাম

(৮) বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি

(৯) বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড এর প্রতিনিধি

(১০) বাংলাদেশ পুলিশ, সদর দপ্তর এর প্রতিনিধি

(১১) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর প্রতিনিধি

(১২) মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(১৩) পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর

কমিটির কার্য পরিধি ঃ

(ক) বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় নিয়োজিত সকল প্রকার বাণিজ্যিক ট্রলার (চিংড়ি, বটম, মিডওয়াটার, লংলাইনার, ট্রায়াল ট্রিপ) এর হালনাগাদ ইনভেন্ট্রি তৈরীকরণ;

(খ) পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি না করে সামুদ্রিক মাছের সর্বোচ্চ আহরণ নিশ্চিতকল্পে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সহায়ক পরামর্শ প্রদান;

(গ) মাছের বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে মজুদ পূর্ণর্ভরণ করার লক্ষ্যে চিংড়ি ও মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুমের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সুপারিশ করা;

(ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে বিদেশ হতে অননুমোদিতভাবে অনুপ্রবেশকারী ট্রলারসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ দেয়া;

(ঙ) অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে অনুপ্রবেশকারী বিদেশী ট্রলার কর্তৃক ট্রায়াল ট্রিপের আওতায় কোনরূপ রাজস্ব প্রদান ছাড়া মৎস্য আহরণে নিয়োজিত হওয়ার বিষয়টি প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা;

(চ) কমিটি কর্তৃক প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সম্পৃক্ত সকল কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক মন্ত্রণালয় বরাবর কৌশল নির্ধারণে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা;

(ছ) কমিটি কর্তৃক সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহায়ক যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব পেশ করা;

(জ) কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনের নিরিখে অনধিক ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ কো-অপ্ট করা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মজিবুল হক মজুমদার
সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ এপ্রিল ২০১৪/১৯ চৈত্র ১৪২০

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৪২.১২-১১৭—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব ডি এম শাহ আলম (১০২০১), সহকারি অধ্যাপক (অর্থনীতি)/প্রোগ্রাম অফিসার, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, ঢাকা গত ০২-০৬-২০১২ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানোর জনাব প্রদান করেননি। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুরকে তাঁর বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণীসহ কারণ দর্শানো নোটিশটি জারি করে রিটার্ন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে জেলা প্রশাসক জানান যে, "অভিযুক্ত কর্মকর্তা স্থায়ী ঠিকানায় জারি করা হয়েছে"। অতঃপর বিয়ষটি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত হয় এবং তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত নোটিশেরও জবাব পাওয়া যায়নি;

যেহেত, জনাব ডি এম শাহ আলম এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব ডি এম শাহ আলমকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) বিধিমতে গুরুদন্ড হিসেবে এই আদেশ জারীর দিন থেকে "সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ সাদিক
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ বৈশাখ ১৪২১/২০ এপ্রিল ২০১৪

নং সবিম/শাঃ ৩/১-১/২০০১(অংশ)/১২৭—জাতীয় আরর্কাইভস আইন, ২০১৩ এর ৪ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপভাবে জাতীয় আরকাইভস উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন করল ঃ

চেয়ারম্যান

(১) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) ড. ইমরান হোসেন
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) জনাব মোঃ আবুল কাশেম
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) ড. মোঃ তাইবুল হাসান খান
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

(৬) প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(৭) প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৮) প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(৯) প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১০) প্রতিনিধি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১১) প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১২) উপ-সচিব, অধিশাখা-৪, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্য-সচিব

(১৩) পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

২। উক্ত পরিষদ জাতীয় আরকাইভস আইন, ২০১৩'র ৫-৬ ধারায় প্রতিফলিত কার্যাবলীর আলোকে সকল কার্য সম্পাদন করবেন।

৩। এ মন্ত্রণালয়ের ১৬-১-২০১১ তারিখের সবিম/শাখা-৩/১-১/২০০১(অংশ)/১০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত জাতীয় আরকাইভস উপদেষ্টা পরিষদ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত সদস্যগণ উপসচিব এর নীচে হবেন না।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোশাররফ হোসেন
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ আগস্ট ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৬০.০৪.০৫০.১৩-৪৮০—গত ২৩-০৬-২০১৩ তারিখে "ফরিদপুর জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ফলক নির্মাণ" শীর্ষক কর্মসূচির উপর মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (বিএমসি) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা হল ঃ

কমিটি ঃ

সভাপতি

(১) যুগ্ম-সচিব (আইন ও পরিকল্পনা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

(৩) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১ জন প্রতিনিধি

(৪) স্থাপত্য অধিদপ্তরের ১ জন প্রতিনিধি

(৫) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ১ জন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৬) উপ-প্রধান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কর্মপরিধি ঃ

কমিটি সরেজমিন ফরিদপুর জেলা কারাগার পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল এবং বিএমসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি ডিজাইন পেশ করবেন।

সুব্রত শিকদার
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ ভাদ্র ১৪২১/০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ০৫.০০.০০০০.১০৭.০০.০০৩.২০১৪-৭৮—বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা'র কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাপ্ত জমি বন্টন করার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৩–২০১৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটভুক্ত প্রকল্প/নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো।

বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা'র নতুন অফিস ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত কমিটি :

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা

(৩) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(৪) জেলা প্রশাসক, ঢাকা

(৫) যুগ্মসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর

(৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর

(৭) সহকারী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

সদস্য-সচিব

(৮) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ঢাকা

কমিটির কার্যপরিধি ঃ প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান অনুসারে বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা'র কার্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাপ্ত জমি বন্টন করার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাদিরা সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব।